রক্তিম সূর্যোদয়

লেখক : রফিক বিন সিদ্দিক

গ্রন্থসত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

পৃষ্ঠাসজ্জা: রিদওয়ানুল্লাহ তানিম

প্রথম প্রকাশ: শাবান ১৪৪৬ হিজরি/ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

বইমেলা পরিবেশক: বাংলার প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক: Rokomari.com, wafilife.com
Nobodhara shop, BookStar.com,
ইদারাহ বুকশপ

নবধারা

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, পিডিএফ তৈরী, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা দাওয়াতি স্বার্থে বা সচেতনতার উদ্দেশ্য বইয়ের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরী। উপরোক্ত শর্তের লঙ্ঘন শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুখবন্ধ

কিশোরদের কল্পনার জগৎ রহস্যে ভরা। তারা প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে চায় ও নতুন কিছু জানতে চায়। তারা কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতে ভালোবাসে।
গল্পের বই সেই কল্পনার দরজা খুলে দেয়, যেখানে তারা সাহসিকতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং নৈতিকতার পাঠ নিতে পারে।
গল্পগুলো পড়তে গিয়ে তারা নিজেকে কখনো কোনো অভিযাত্রীর ভূমিকায়, কখনো বন্ধুদের
সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায়, আবার কখনো কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দেখতে পাবে।
বক্ষ্যমান বইটি ছোটগল্প সম্বলিত। যে গল্পগুলো সময়ে সময়ে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকে যাচাইকৃত গল্পগুলো এক মলাটে নিয়ে আসার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।
গল্পগুলো কোনো কাল্পনিক বা রূপ কথার নয়। তাতে ফুটে উঠেছে আমাদের জীবনের ঘটে যাওয়া নানা বিষয়। যা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। যা কিশোরদের জন্য এমন এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে দেবে, যেখানে ভালোবাসা, নৈতিক শিক্ষা ও কল্পনার রঙিন প্রলেপ মিশে থাকবে। আমাদের বিশ্বাস, এই বইয়ের গল্পগুলো কিশোরদের কল্পনাশক্তি বাড়াবে, তাদের মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং তাদের নির্ভেজাল শৈশবকে আরও রঙিন করে তুলবে।
যেহেতু এটি আমার প্রথম বই। সে হিসেবে কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক। আশা রাখি, পাঠকমহল সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সবিশেষ সবার জন্য শুভকামনা। জাযাকুমুল্লাহ।

রফিক বিন সিদ্দিক
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
০১/০১/২০২৫ ইং

সূচী

অপেক্ষা..... ৭
আয়নাঘর..... ৯
রক্তিম সূর্যোদয় ১৩
মহৎ হৃদয় ১৬
স্বপ্নগুলো নিমিষেই মুছে গেলো ১৯
আর্তনাদ ২১
স্মৃতিস্তম্ভ..... ২৩
ইচ্ছেপুরণ.....২৫
উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে.....২৭
জীবন সংগ্রাম..... ২৮
স্বপ্নভঙ্গ..... ৩১
অনুদান ৩৩
লোভে পাপ..... ৩৫
স্বপ্নপূরণ ৩৬
নাহিদের লড়াই.....৩৮
লৌহমানব ৪১
মায়ের মমতা.....৪২
বন্ধুত্বের বাধন ৪৪
প্রাণীদের রাজ্যে ৪৬

আয়নাঘর

প্রতিদিনের মত মাওলানা তানভীর সাহেব মসজিদ থেকে বাসার দিকে পথ ধরলেন। হঠাৎ একটি প্রাইভেটকার তার সামনে এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে সাদা পোষাকধারী চার-পাঁচজন লোক বের হয়ে তাকে ঘিরে ধরল। একজন জিজ্ঞাসা করল আপনি কি তানভীর সাহেব?

-জ্বি, আমি তানভীর

-আপনি কি এই মসজিদের ইমাম?

- জ্বি

আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে। চলুন আমাদের সাথে আমাদের অফিসে। গাড়িতে উঠিয়ে তাড়াতাড়ি তানভীর সাহেবের দুহাত ও দুই চোখ বেধে নিল। অনেকক্ষণ গাড়ি চলতে লাগল। অনেক দূর চলার পরে দশতলা বিশিষ্ট এক বিল্ডিং এর সামনে এসে দাড়াল। তানভীর সাহেব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু একটু আওয়াজ শুনছেন। হঠাৎ তিনি আকাশে বিমান ওড়ার আওয়াজ শুনলেন। এর দ্বারা তিনি কিছুটা অনুমান করতে লাগলেন তিনি হয়তো উত্তরার আশেপাশে আছেন। এর আশেপাশেই হয়তো বিমানবন্দর রয়েছে। তারা সেখানে তারা তাকে আটকে রেখে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে শুরু করলো। কিছু মিথ্যা অভিযোগ এনে সেগুলোকে স্বীকার করার জন্য বাধ্য করল। তিনি তো নির্দোষ। তিনি কেন স্বীকার করবেন। স্বীকার না করার কারণে তার ওপর চলতে থাকে আরও কঠিন নির্যাতন। এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তিনি তাদের নিকট ফোন চান। কিন্তু তারা ফোন দিলো না। উল্টো ফোন চাওয়ায় আরও কয়েকটা থাপ্পর তার গালে মারতে লাগল। এক পর্যায়ে তাকে কারাগারের অন্ধকার সেলে পাঠিয়ে দিলো। নিরাপরাধ তানভীরকে বন্দী করে রাখল। এক এক করে আটটি বছর চলে গেল এ অন্ধকার সেলে।

এদিকে প্রতিদিনের ন্যায় তানভীর সাহেবের দুই ছেলে আহমদ ও মুহাম্মদ বাবার আশায় বসে আছে। দৈনিক তার বাবার জন্য বসে থাকে। তাদের বাবা বাসায়

রক্তিম সূর্যোদয়

-দাদু কতদিন হয়ে গেল তুমি আমাদের কোন গল্প শোনাও না

-ও আচ্ছা তাই নাকি. তোমরা তো শোনার জন্য কোন আবদার করো না।

তাই তোমাদেরকে গল্প বলি না। তো আজকে একটা গল্প তোমাদের সবাইকে শুনাবো।

-অবশ্যই! আচ্ছা ঠিক আছে দাদু,

-আজ এশারের পর রাতের খানা খেয়ে আমরা সবাই মিলে বসবো। তখন তোমাদেরকে সুন্দর একটি গল্প শোনাবো। কেমন!

-আচ্ছা দাদু ধন্যবাদ!

- হ্যাঁ গল্প বলার সময় সিয়াম, রাফিউল, সুফিয়ান, কাদের আর আরিফ সবাইকে কিন্তু থাকতে বলবে। তাহলে গল্পও হবে। আবার মজাও হবে।

আচ্ছা ঠিক আছে দাদু সবাইকে থাকতে বলবো।

হাসান সাহেব তার সমস্ত নাতিদেরকে খুব ভালোবাসে। তাদের সব আবদার রাখার চেষ্টা করে। নাতিরা খুবই গল্প প্রিয়। তারা গল্প শুনতে বেশ পছন্দ করে। আর হাসান সাহেব সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারেন।

নাতিদেরকে তার দেওয়া সময় অনুযায়ী সবাই ইশারের নামাজের পর বারান্দায় বসলো। হাসান সাহেব গল্প বলার শুরু করলেন।

-আচ্ছা আজ তোমরা কী গল্প শুনবে?

-দাদু আজ আমাদেরকে তোমার জীবনের ঘটে যাওয়া একটি গল্প বলবে।

- আমার জীবনে ঘটে যাওয়া তেমন কোন গল্প নেই। তো আজ তোমাদেরকে স্বৈরাচার পতনের গল্প শোনাবো। তোমরা হয়তো স্বৈরাচার নামটি শুনেছো?

সবাই সমস্বরে বললো, হ্যা শুনেছি।

-বলতো স্বৈরাচার বলতে কাকে বুঝানো হয়?

আর্তনাদ

হঠাৎ সাইরেনের বিকট শব্দে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। মুহূর্তেই বৃষ্টির ন্যায় বোমা বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেলো। চতুর্পাশ ভস্ম হতে লাগলো। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো পুরো এরিয়ায়। রক্তে রঞ্জিত হতে লাগলো চারপাশ । তাজা লাশগুলো ছিটকে পড়লো জমিনে। আকস্মিক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়ে গেলো পুরো এলাকাটি। রক্তের বন্যায় বয়ে গেলো। আহাজারিতে চারপাশে ফেঁটে যাচ্ছে। শিশুদের আর্তনাদে চারপাশ প্রকম্পিত হচ্ছে।

রাইয়ান এক স্বপ্নময়ী ফিলিস্তিনি কিশোর। তরুণ হৃদয়ে বহু স্বপ্ন লালন করে। একদিন বড় হয়ে বাইতুল মাকদিসকে জায়নাবাদীদের হাত থেকে আজাদ করবে। ইহুদিদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবে। পরাধীনতার শৃঙ্গল থেকে স্বাধীনতা অর্জন করবে।

ছোটকাল থেকে সে একটু আলাদা। তার বেড়ে ওঠা, মানুষের সাথে চলাফেরা সবকিছুই মানুষদের হৃদয় আকর্ষণ করে। অন্যদের থেকে সে পড়ালেখায়ও আলাদা। সবসময় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। তার বাবা একজন ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী এক স্বশস্ত্রযোদ্ধা। বাইতুল মাকদিসকে বিজয় করাকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

একদিন তার কলিজার টুকরো রাইয়ানকে কাছে ডেকে বললেন: বাবা ঐযে দেখো মসজিদ, এর নাম বাইতুল মাকদিস। এটি আমাদের প্রথম কেবলা। এদিকে ফিরে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতেরো মাস নামাজ পড়েছেন। এই মসজিদ আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। এর সাথে মিশে আছে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। মুসলমানদের পূর্ণবান একটি মসজিদ। মর্যাদার দিকে এর স্থান তৃতীয়।

জায়নবাদী ইহুদিরা সেটি আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে । এ পবিত্র মসজিদের আঙ্গিনাকে তারা অপবিত্র করে ফেলেছে। এটিকে যেভাবে হোক আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। নিজের সর্বশেষ ফোঁটা রক্তের বিনিময় হলেও বাইতুল মাকদিসকে বিজয় করতে হবে।

স্বপ্নভঙ্গ

মাহমুদ দূর থেকে দেখছে কিছু লোক জটলা বেধে দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে সেখানে যেতে লাগল। গিয়েই দেখল যে বহু মানুষের লাশ পড়ে আছে! তার পাশে একমাত্র বড়ভাই মাহিমের লাশটাও পড়ে আছে। মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মাহমুদ!

মাহিম ও মাহমুদ তারা দুই সহোদর ভাই। বাবা-মা কে নিয়ে তাদের চারজনের ছোট্ট সংসার। মাহিম ক্লাস নাইনে পড়ে। তার হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন। সে বড় হয়ে ভালোভাবে পড়ালেখা করে একজন ভালো ডাক্তার হবে। অভাবী, দুঃস্থ, মানবেতর মানুষদের সেবা দিবে।

তার বাবা জীবিকার তাগিদে ব্যস্ততম শহর ঢাকায় থাকে। গরীব পরিবারের সন্তান। ছোটবেলায় স্কুলে পড়তে পারেনি। তাই শহরে এসে রিক্সা চালাতে আরম্ভ করলেন। নিজে শিক্ষিত না হতে পারলেও ছেলেদের শিক্ষিত করার তার অদম্য ইচ্ছা। রিক্সা চালিয়েই তার দিন কাটছে।

বহু দিন হয়ে গেল। বাড়িতে যাওয়া হয় না। কলিজার টুকরো দুই ছেলে ও আদরের স্ত্রীর মুখখানা অনেক দিন যাবত দেখা হয় না। তাই নিয়ত করলেন যে আগামীকাল বাড়িতে যাবেন। যেই বলা সেই কাজ। সাজ সকাল বেলায় গাড়িতে চড়ে উঠলেন। গাড়ি ছুটল তার গন্তব্য থেকে। গাড়ি কিছু দূর যেতে না যেতেই ব্রেক ফেল করে দূর্ঘটনার শিকার হলো। ভেতরে থাকা অধিকাংশ যাত্রী মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল। মাহিমের বাবাও মৃত্যু পথের যাত্রী হলো। মুহূর্তেই দুমড়ে মুচড়ে গেল তার স্বপ্ন। বাস্তবতার রূপ পেলো না।

মাহিম পরিবারের বড় ছেলে। তাই পরিবারের হাল তাকেই ধরতে হলো। সে ছোট বলে এলাকার কেউ তাকে কাজ দেয় না। তাই সে শহরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো। সে এলাকার পরিচিত এক বড় ভাইয়ের জুতার কারখানায় গিয়ে উঠল। জুতা তৈরির কাজে মনোযোগ দিলো। এভাবেই তার দিন গড়াতে লাগলো। মাসের পর মাস কাটতে লাগলো। এদিকে রমজানের ঈদ ঘনিয়ে আসলো। মাহমুদ তার বড়ভাই এর কাছে ফোন করে আবদার জানালো! জানো ভাইয়া! শামীমকে না! তার বাবা ঈদের জন্য কত কিচ্ছু মার্কেট করে দিছে। ভাইয়া! তুমি এ ঈদে আমার জন্য কি আনবে? মাহিম বলল, শোন! তোমার জন্য একটি পাঞ্জাবি, পায়জামা, ভালো একজোড়া জুতা, সুন্দর একটি ঘড়ি ও কালো একটি সানগ্লাস আনবো।

আমাদের প্রকাশিত/প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১. বই : কথিত আহলে কুরআন
দাবি খণ্ডন ও আপত্তি নিরসন
লেখক: মুফতি আবদুল্লাহ হাসান কাসেমি
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২০
মুদ্রিত মূল্য: ৫৫০৳

২. বই : নারীসমাজ
ইসলামের আগে ও পরে
লেখক: ড. সাইয়েদ জিয়া উদ্দিন
অনুবাদক: হুসাইন আহমদ খান
পৃষ্ঠা সংখ্যা.১৩৬
মুদ্রিত মূল্য: ২১০৳

৩. বই. যে পথ সফলতার
লেখক: মুহিউস সুন্নাহ হযরত
মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.
অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ আবু সালেহ
পৃষ্ঠা সংখ্যা. ৭২
মুদ্রিত মূল্য: ১২০৳

৪. বই. নন্দিত নারী
লেখক: মাসুম আবদুল্লাহ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৮
মুদ্রিত মূল্য: ২২৪৳

৫. বই: নারীর প্রশান্তি যেখানে
লেখক: যোবায়ের আহমাদ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১২
মুদ্রিত মূল্য: ১৮০ টাকা

৬. বই: দ্য স্টোরি অফ অ্যালাস
লেখক: রাশেদ ইবনে সুলাইমান
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮
মুদ্রিত মূল্য: ৭৫

৭. বই: গল্পভাষ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.
লেখক: আমিন আশরাফ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৮
মুদ্রিত মূল্য: ২০০ টাকা

৮. বই. রক্তভেজা পাঞ্জাবি
লেখক: নাঈমুল হাসান তানযীম
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪
মুদ্রিত মূল্য: ১৪০৳

৯. বই: গ্লোবালাইজেশন ও ইসলাম
লেখক : মাওলানা ইয়াসির নাদীম
অনুবাদক : মুফতি মুহাম্মাদ ইউনুস

১০. বই : যেভাবে আল্লাহকে ডাকবো
সংকলন : মিনহাজুল ইসলাম

১১. বই : সালাফদের জ্ঞানচর্চা পথ ও পদ্ধতি
লেখক : বুরহান মুহাম্মদ